ঈদুল ফিতরের খুতবা

এ ঈদ খোদা তা'লার অগণিত বরকত নিয়ে আগমন করুক

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২০ আগষ্ট ২০১২-এর ঈদুল ফিতরের খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

ان الذين قالوا ربنا اللّٰه ثم استقاموا تتنزل عليهم الملئكة الا تخافوا ولا تحزنو وابشروا بالجنة التى كنتم توعدونoنحن اوليؤكم فى الحيوة الدنيا و فى الاخرة ولكم فيها ما تشتهى انفسكم ولكم فيها ما تدعوننزلا من غفور رحيمo

"ইন্নাল্লাযীনা ক্বালু রাব্বুনাল্লাহু সুম্মাসতাক্বামূ তাতানাযযালু আলাইহিমুল মালাইকাতু আল লা তাখাফূ ওয়া লা তাহযানূ ওয়া আবশিরু বিল জান্নাতিল্লাতি কুনতুম তুআদূন। নাহনু আউলিয়াউকুম ফিল হায়াতিদ দুনইয়া ওয়া ফিল আখিরাতি, ওয়া লাকুম ফিহা মা তাশতাহয়ি আনফুসুকুম ওয়া লাকুম ফিহা মা তাদ্দাউন, নুযুলাম মিন গাফুরির রাহিম।" (সূরা:হামীম আস্ সাজদা: ৩১-৩৩)

উপরোক্ত আয়াতের অনুবাদ হল : ঐ লোকেরা যারা বলেছে আল্লাহ্ আমাদের প্রভূ, এরপর অবিচল থেকেছে, তাদের ওপর বহু ফিরিশতা অবতীর্ণ হয় এবং তারা বলে তোমরা ভীত হয়ো না এবং দূ:খিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে সে জান্নাতে তোমরা আনন্দে বসবাস করো। আমরা এ পার্থিব জগতে তোমাদের সাথে আছি এবং পরকালেও তোমাদের সাথে আছি। আর সেখানে তোমাদের জন্য ঐ সব কিছু থাকবে যা তোমাদের হৃদয় আকাঙক্ষা করে আর সেখানে তোমরা যা চাইবে তা পাবে। এটি তোমাদের জন্য অশেষ ক্ষমাশীল ও বার বার দয়াকারী খোদার পক্ষ থেকে মেহমানদারী স্বরূপ।

আল্লাহ্ তা'লা মানুষের প্রকৃতি এমন বানিয়েছেন যে, মানুষ আনন্দ-খুশি অন্বেষণ করে। আর চেষ্টা করে যেন তাদের দূঃখ দূর হয়ে যায় আর এ জন্য বিভিন্ন ধরনের চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে থাকে। জগৎ লাভের উদ্দ্যেশে এবং জাগতিক সুযোগ সুবিধার লক্ষ্যে প্রত্যেক মানুষ চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে। তার এ প্রচেষ্টার ফলে জাগতিক যে সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি হবে তা তার নিজের জন্য, তার পরিবারের জন্য, তার স্ত্রী-সন্তানদের আনন্দের কারণ হবে। তার দূঃখ- দুর্দশা দূর হবে। অতএব এটি লাভ করার জন্য মানুষ পরিশ্রম করে এবং চেষ্টাও করে। যাদের পরিশ্রম করার অভ্যাস নেই অথচ আশা করে যে, আমরা ঘরে বসে থেকেই জাগতিক কল্যাণসমূহ পেয়ে লাভবান হবো, তারা অপরের উন্নতি এবং আনন্দ দেখে কেবল ঈর্ষান্বিত হয়। এটি ভিন্ন বিষয় যে, অনেকের আনন্দ করার উপলক্ষ্য লাভ হয় না।

এটি তাদের বিষয়, কিন্তু এ জগত তো এমন-ই অর্থাৎ এটি জগতের নীতি যে, পরিশ্রম করলে ফল লাভ হয় এবং মানুষ উক্ত খুশি অর্জন করতে সক্ষম হয়। জাগতিক আনন্দ লাভের আরো একটি দৃশ্য হল, মানুষ চায় যে, তার পরিশ্রমে এতটা ফল লাভ হোক যতটা সে আশা করে তবেই সে আনন্দিত হতে পারবে। পার্থিবতায় মগ্ন ব্যক্তি তার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী নিজ উদ্দেশ্যের পূর্ণতা না দেখলে নিরাশ হয়ে যায়। অথচ মু'মিনের ব্যক্তিত্ব এমন যে, সর্ববস্থায় সে কৃতজ্ঞ বান্দা থাকার চেষ্টা করে। অনেক লোকের অভ্যাস হল, অবস্থা যাই হোক, আল্লাহ্ তা'লার কৃপাও যদি লাভ হয় তবুও তারা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না এবং আনন্দিতও হয় না। সর্বদাই তারা নিরাশ থাকে এবং তাদের মাথায় দুশ্চিন্তা ছেয়ে থাকে।

কোন একজন আমাকে বলেছেন, আমার একজন কর্মচারী ছিল, প্রতি বছরই যে নিজ আয়-উপার্জনে নিরাশা প্রকাশ করতো। সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, সে কখনোই খুশি হবেনা এবং খোদা তা'লার শুকরিয়া আদায় করবে না এবং সর্বদাই বলতো যে, আমার লোকসান হয়েছে। আমি যখনই তাকে বলতাম যে হিসাব করো। হিসাব করে দেখা যেত তার লাভ হয়েছে, আর যখন তাকে বলা হত এত লাভ হয়েছে, লোকসান কীভাবে হল? তখন উত্তরে সে বলতো, আমি আমার ফসল থেকে ১৫ লক্ষ রুপি মুনাফা আশা করেছিলাম। অথচ আমার মাত্র ১০ লক্ষ রুপি লাভ হয়েছে, ৫ল লক্ষ রুপি লোকসান হয়ে গেলো। মানুষ এমনও হয়!

এরপর জগতে এমন লোকও আছে যাদের অনন্দ পালন করার পদ্ধতি ভিন্ন ধরনের। সবকিছু থাকা সত্ত্বেও তারা মিতব্যয়ী নয়। ফলে তারা আনন্দিত হতে পারে না। যেভাবে ঐ ব্যক্তির উপমা আমি দিয়েছি। তাদের পারিবারিক শান্তি লাভ হয় না। সবকিছু থাকা সত্ত্বেও ঘরে শান্তি নেই, স্ত্রীদের সাথে ভাল সম্পর্ক নেই, সন্তানদের কারনে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ। পশ্চিমা বিশ্বে অধিকাংশ লোকের ক্ষেত্রে অবস্থা এমনি। আরো অনেক ধরনের দুশ্চিন্তা আছে যার ফলে তারা বিচলিত হন।

তাই তারা এর একটি সমাধান পেয়েছেন আর তা হল, বিভিন্ন ধরনের বিলাসীতাকে নিজেদের আনন্দ বানিয়ে নিয়েছেন। যাদের ঘরে শান্তি নেই তারাও, এবং ইন্দ্রিয়সুখে যারা নিমগ্ন তারাও আনন্দিত হবার লক্ষ্যে (এ দেশে মদ একটি সাধারণ ব্যপার) তারা মদে আসক্ত হয়ে পড়ে যেন এর মাধ্যমে তাদের আত্মা প্রশান্তি লাভ করে। এছাড়া গান-বাজনা, নাচ, মুখোশধারীদের অংশ গ্রহণে এক অনুষ্ঠান বিশেষ, এগুলো দুঃখ দূর করার জন্য এবং আনন্দের বহির্প্রকাশের জন্য অনুষ্ঠিত হয়।

আর এ সব আনন্দ পালনের পদ্ধতি হোক অথবা আনন্দ লাভের মাধ্যম এবং দুঃখ দূর করার উদ্দেশ্যেই হোক, বাহ্যিক ও জাগতিক উদ্দেশ্য লাভের মাধ্যমে বা চিৎকার-চেঁচামেচির মাধ্যমে, অথবা নাচ-গানের মাহফিলে অথবা মদ্যপানের মাধ্যমে অথবা বিকৃত কর্মকান্ডের মাধ্যমে এগুলো করা হয়, যদিও এ সবকিছু হালকা এবং জাগতিক বিষয়ই বটে।

এ লোকেরা মদে এতই মাতোয়ারা থাকে যে, প্রত্যেক কোনে কোনে (অর্থাৎ অলিতে-গলিতে) মদের দোকান দেখা যায়। এটা জানা সত্ত্বেও যে, মদ্যপান ক্ষতিকারক। মদের দোকান ছাড়াও অধিকাংশ দোকানে এবং রেস্টুরেন্টগুলোতে মদ পাওয়া যায়। আমি পুর্বেও বলেছি, তারা জানে যে, মদ্যপানে ক্ষতি হয়। এ ব্যপারে বিভিন্ন আর্টিকেলও পত্রিকায় ছাপাতে দেখা যায় আর এ কারণে তারা নির্দিষ্ট একটি বয়স পর্যন্ত ছেলে-মেয়েদেরকে এবং শিশুদেরকে মদ্যপান নিষিদ্ধ করে রেখেছে। মদ যদি এতটাই নির্দিষ্টকর না হয়ে থাকে এবং মস্তিষ্কের জন্য শান্তিদানকারী জিনিসই হয়ে থাকে, তবে নির্দিষ্ট একটি বয়স পর্যন্ত এটি নিষিদ্ধ রাখা হয়েছে কেন?

এরপর মদ কেবল দু:খ দূর করার উদ্দেশ্যেই পান করা হয় না বরং এটি আনন্দের বহির্প্রকাশের উদ্দেশ্যেও এখানে ব্যবহার করা হয়। যদি কোথাও আনন্দের বহির্প্রকাশ করতে হয়, খেলায় যদি কোন টিম বিজয়ী হয় অথবা অন্য কোন ফাংশন যদি হয় তবে সূযোগ হলে সেখানে মদের বোতল ঝাঁকিয়ে পরস্পরের গায়ে মদ ছিটানো হয়। মদের বোতল যদি খুব জোরে ঝাঁকানো হয় তখন গ্যাস থাকার কারনে ফোয়ারার ন্যায় মদ বোতল থেকে বাইরে ছুঁটে আসে আর এ দিয়ে তারা গোশলও করে ফেলে।

এটিও এক ধরনের আনন্দের বহির্প্রকাশ। জানিনা কেন এর গন্ধে তাদের নাকে কোন সমস্যা হয় না! আমার মনে আছে একবার আমি একটি স্টোরে গিয়েছিলাম। সেখানে সাজানো মদের বোতল থেকে একটি কেস পড়ে যায় এবং কিছু বোতল ভেঙেও যায় ফলে মদ ছড়িয়ে পড়ে আর এর উৎকট গন্ধ এতটাই প্রকট ছিল যে, দাঁড়ানোই দায় হয়ে উঠল! মোটকথা তারা আনন্দের বহির্প্রকাশ হিসেবে একে অপরের শরীরে মদও ছিটায় আর এহেন কর্মের ফলে তারা এমন ভাবে উচ্ছসিত হয় যে, তারা যেন দোজাহানের নেয়ামতসমূহ লাভ করেছে।

এমনিভাবে আনন্দের বহির্প্রকাশের জন্য, জাগতিক লোকদের মাঝে খেলাধুলাও অন্তর্ভূক্ত।

আমাদের ঈদ তখন-ই প্রকৃত ঈদ হবে, আমাদের রোযা এবং রমযান তখন-ই চিরস্থায়ী কল্যাণ হিসেবে প্রবহমান থাকবে যখন আমাদের মাঝে স্বচ্ছল ব্যক্তিরা অথবা ঐ সকল লোক যারা এসব দেশে স্বাচ্ছন্দে আছেন তারা নিজ গরিব ভাইদের প্রতি খেয়াল রাখবেন।

আর আনন্দের এ বহির্প্রকাশে, মহিলা-পুরুষে এতটা মাখামাখি আর এমন সব দিগম্বর পোষাক পরে এগুলো করা হয় যে, কোন ভদ্র ও শালীন ব্যক্তি এটি দেখতেই পারে না। জনসমক্ষে এরূপ করা কালে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে তা সম্প্রচার করা হয়। গত কয়েকদিন পূর্বে এখানে অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়েছে। শহরেও এবং দেশেও এমনকি সমস্ত পৃথিবীতে এটি নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলেছে। হাজার হাজার লোক হয়তো এটি দেখেছে বরং লক্ষ লক্ষ লোক এটি দেখেছে আর টেলিভিশনে হয়তো লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোক এটি দেখে থাকবে। কয়েকটি টিভি চ্যানেল চব্বিশ ঘন্টা এ দৃশ্য দেখানোর জন্য নিবেদিত ছিল। জগতের সমস্ত টিভি চ্যানেল অন্ততপক্ষে খবরের মাঝে এ প্রোগ্রাম অবশ্যই কিছু না কিছু দেখিয়েছে।

প্রারম্ভে এবং সমাপ্তিতে এমন শো দেখানো হয়েছে যেখানে আনন্দের বহির্প্রকাশ দেখাতে নির্লজ্জতাও ছিল। আনন্দের বহির্প্রকাশ কমই ছিল আর নির্লজ্জতাই ছিল বেশি। শেষ দিনে তো নাচ-গানে অর্থাৎ নারী-পুরুষের গান এবং শো-তে এমন কার্যক্রম ছিল যা হৃদয়ে অস্থিরতার মন্দ বহির্প্রকাশ ঘটানো ছাড়া আর কিছুই না। এটি এক মিনিটের বেশি কেউ দেখতেই পারে না, কেননা কোন না কোন বাজে দৃশ্য চলেই আসছিল অথচ এটিই তাদের আনন্দের বহির্প্রকাশ। প্রকৃতপক্ষে এটি আনন্দের বহির্প্রকাশ নয়, বরং কলাকৌশলের নামে হৃদয়ের অস্থিরতা আর স্থূলতার বহির্প্রকাশ মাত্র। টেলিভিশনে লক্ষ লক্ষ বরং কোটি কোটি দর্শক এটি দেখে থাকবে। অনেক যুবক এতে প্রভাবান্বিত হয়ে বলে, খুব ভাল কলাকৌশল দেখানো হচ্ছে। অথচ এটি কোন কলাকৌশল নয় বরং এটি হৃদয়ের অস্থিরতা। প্রত্যেকটি গানের শো-এর জন্য লক্ষ লক্ষ পাউন্ড হয়তো খরচ করা হয়েছে আর আমি শুনেছি এমন কয়েকটি শো হয়েছে।

মোটকথা, এহেন আনন্দ সহকারে অলিম্পিক শেষ হয়েছে। ইউ কে-এর টিমও এ অলিম্পিকে অংশ নিয়েছে এবং তারা বিভিন্ন ইভেন্টস্-এ পদকও জিতেছে আর এই আনন্দের বহির্প্রকাশের জন্য শহরে তারা একটি উৎসব করতে যাচ্ছে। অতএব লন্ডনের পথে আবারও চিঁৎকার চেঁচামেচি এবং মদ্যপানের উৎসব হবে।

এই হল তাদের আনন্দের বহির্প্রকাশ আর অনেক গবেষক এটি গবেষণা করা শুরু করে দিয়েছে এবং পত্র-পত্রিকায়ও এসেছে যে, অলিম্পিক এখন আর খেলাধুলার জন্য অনুষ্ঠিত হয় না বরং এখন অলিম্পিকের নামে আয়োজক কমিটি এটিকে আয়ের একটি মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছে এবং কোটি কোটি পাউন্ড তারা এর মাধ্যমে আয় করে চলেছে। মোটকথা জগতে আনন্দের বহির্প্রকাশের লক্ষ্যে অথবা আনন্দ লাভের বিভিন্ন মাধ্যম আছে যার ওপর জগত আমল করে কিন্তু এ সকল আনন্দ যা জাগতিক আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যে করা হয় অথবা পালন করা হয়, এসবই কেবল জাগতিক আনন্দ। অবশেষে কিছু সময় পর অবশ্যই এ সব আনন্দ নিঃশেষ হয়ে যায় বটে কিন্তু অস্থিরতা পুণরায় শুরু হয়ে যায়। দুঃখ দূর করার পথ খুঁজতে রয়েছে বিভিন্ন ধরণ, যেমন মদ্যপান বা জুয়া খেলা, যা স্বাস্থ্য বরবাদ করে দেয় এবং মানুষকে নিঃস্ব করে ছাড়ে।

অন্য দিকে আমরা মানুষের প্রকৃতির মাঝে এটি দেখতে পাই যে, মানুষ আনন্দ লাভ করতে চায় এবং দুঃখ দূর করতে চায়, দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করতে চায়। খোদা তা'লাও মু'মিনের জন্য আনন্দের উপলক্ষ্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন আর যে উপলক্ষ্য সৃষ্টি করেছেন সে ব্যাপারে এটা দাবি করে বলা যায় যে, এটি স্থায়ী আনন্দ এবং ইহকাল ও পরকাল পরিশুদ্ধকারী। বলেছেন, আনন্দের উপলক্ষ্য সৃষ্টি কর এর ওপর আমল করার চেষ্টা যদি করো, তবে না কেবল এ জগতের আনন্দ লাভ হবে বরং পরকালের আনন্দ থেকেও অংশ লাভ করবে। সেই সকল মাধ্যমসমূহ যার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ তা'লা আনন্দ সৃষ্টির উপলক্ষ্য সৃষ্টি করতে বলেছেন তার মাঝে একটি হল রমযানুল মুবারকের মাস। যেখানে রোযার সাথে সাথে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বৈধ খাবার গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার সাথে সাথে ইবাদতের দিকে মনোযোগ দিতে হবে এবং অন্যান্য পুণ্যকর্মসমূহও সম্পাদন করতে হবে।

এখন দেখুন জাগতিক লোকেরা খাবার-দাবারের সাথে মদ্যপান করে, যার ফলে স্বাস্থ্যও ধ্বংস হয় এবং চরিত্রও স্খলিত হয়। এর দ্বারা তারা আনন্দ অন্বেষণ করে অথচ মু'মিন খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভ

প্রত্যেক সামর্থ্যবান আহমদীকে ব্যক্তিগতভাবে নিজ কুরবানীর প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন এবং জামাতী ভাবে যেসকল সাহায্য প্রকল্প আছে সেখানে অংশগ্রহণ করা আবশ্যক যেন প্রকৃত আনন্দ লাভ হয় এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভ হয়।

করার উদ্দেশ্যে বৈধ জিনিস খাওয়া থেকেও একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নিজেকে বঞ্চিত রাখছে এবং এর ফলে সে সুখ অনুভব করছে। আল্লাহ্ তা'লা যিনি সকল কর্মের প্রতিদান দিয়ে থাকেন তিনি নিজ বান্দাকে বলেন, তুমি যেহেতু আমার উদ্দেশ্যে আত্মত্যাগ করেছ আর আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে একটি মাস ব্যয় করেছ, আমার সন্তুষ্টি লাভ করার লক্ষ্যে তুমি তোমার খাবার-দাবারের আনন্দ বিসর্জন দিয়েছ অতএব ঐ প্রত্যেকটি রোযার প্রতিদানে আমি স্বয়ং তো রয়েছি, আজ ঈদের দিনেও তোমরা একত্রিত হয়ে সেই আনন্দের বহির্প্রকাশ করো, সকলে মিলে আনন্দ করো, ঘরে ঘরে আনন্দ করো, নিজ পরিবার-পরিজন নিয়ে আনন্দ করো।

এখন বেশ গরম পড়েছে। এখানে গরম এত যে, বিগত দিনগুলোতে উনত্রিশ-ত্রিশ ডিগ্রী পর্যন্ত গরম পড়েছে আর এতেই লোকেরা 'উহ্! কী গরম' রব তুলছিল অথচ পাকিস্তান আরো বেশি গরমের দেশ এবং সেখানের তাপমাত্রা পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ডিগ্রী পর্যন্ত উঠে যায়। পাকিস্তানের রোযাদারদের অবস্থা কী হয় ভাবুন! এমনকি তাদের তেমন স্বাচ্ছন্দও নেই। পাকিস্তানে বিশেষ করে সতের-আঠারো ঘন্টা বিদ্যুৎও থাকে না। ঠান্ডা পানি আর পাখার বাতাসের জন্য লোকেরা হাহাকার করে, রোযার সময় তাদের অবস্থা কীরূপ হয় চিন্তা করুন! এছাড়া পাকিস্তানের বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা যাকে ওয়াপদা বলা হয়, রাবওয়াবাসীদের প্রতি তাদের অনুগ্রহ হল, আমি শুনেছি, সেহেরী এবং ইফতারির সময় ২ ঘন্টা বিদ্যুৎ বন্ধ থাকে। এমতাবস্থায় জানিনা বেচারা গরিবরা সেহেরী এবং ইফতার কিভাবে তৈরি করে অথবা কী করে? কিন্তু মোটকথা, রোযা রাখে। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে রোযা রাখে যেন স্থায়ী সুখ লাভ করতে পারে।

আল্লাহ্ তা'লাও যখন তার উদ্দেশ্যে আত্মত্যাগীদের আমল দেখেন, তখন রোযার পর আনন্দোৎসব করার জন্য ঈদের দিন নির্ধারণ করেছেন, এ কথা আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি। এখন যে অবস্থায় এরা রোযা রাখছে অর্থাৎ বিশেষভাবে পাকিস্তানের যে অবস্থার কথা আমি উল্লেখ করেছি, আর এমনি ভাবে তাদের জন্যও ঈদের দিন আসবে, বিদ্যুৎ পানি বিহীন আবার গরমও আছে। তারা ঈদের আনন্দ কীভাবে করবে কিন্তু এতদসত্ত্বেও ঈদের আনন্দোৎসব তারা করেছে এবং করছে, আজ সেখানেও ঈদ এবং লোকেরা আনন্দিত। এ অবস্থা বিশেষ করে পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত কিন্তু এতেও আমি যেভাবে পূর্বে বলে এসেছি যে, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং কোন ধরনের অভিযোগ মুখে উচ্চারণ করা ব্যতিরেকে এ সকল লোক ঈদ উদযাপন করছে, পৃথিবীর অন্যান্য যেসব দেশ আছে সেখানের তুলনায় আপনারা অর্থাৎ এখানে যারা আছেন, আপনাদের অবস্থা তো সেরূপ নয়। আপনারাও আজ ঈদ উদযাপন করছেন এবং আপনারা আনন্দিত যে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এক মাস কুরবানী করেছেন আর আল্লাহ্ তা'লা আজ এর প্রতিদান দিচ্ছেন এবং আজকের ঈদও তাঁরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

তাই আজকের ঈদও ঐ সকল লোকের জন্য যারা রমযানে রোযা রেখেছে এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করেছে। আর যারা এ রমযান, জাগতিক লোকদের ন্যায় কোন ধরনের ইবাদতের দিকে মনোযোগ না দিয়ে কাটিয়েছে, অথবা কোন নেকী না করে (অতিক্রম করেছে) তাদের ঈদ তো সেই ঈদ নয় যে ঈদ খোদা তা'লা এক মু'মিনের কাছে আশা করেন অথবা যে ঈদের সুযোগ আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনকে দান করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা ঈদের এ সুযোগ দান করে নিঃসন্দেহে ঐ সকল বাধ্য-বাধকতা যা খাবার দাবারের ব্যাপারে ছিল তা উঠিয়ে নিয়েছেন কিন্তু জাগতিক লোকদের ন্যায় যারা হা-হুতাশ করে তাদের ন্যায় চিঁৎকার-চেঁচামেচি এবং মদ্যপানের অনুমতি দেন নি। বরং বলেছেন, এ আনন্দকে প্রকৃত আনন্দে পরিনত করার লক্ষ্যে ঐ সকল অধিকার আদায় করার অঙ্গীকার করো যা তোমাদের প্রতি অর্পিত। খোদা তা'লার অধিকার আদায়ের যে অভিজ্ঞতা তোমরা রমযানে লাভ করেছ, তা-ও এ ঈদের আনন্দের সাথে মিলিয়ে প্রবাহমান রাখার অঙ্গীকার করো এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও। আর বান্দার অধিকার আদায়ের প্রতি তোমাদের যে মনোযোগ আকর্ষিত হয়েছে, তা-ও এ ঈদের আনন্দের সাথে মিলিয়ে প্রবাহমান রাখার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও এবং অঙ্গীকার করো এবং সর্বদা স্মরণ রাখবে যে, প্রকৃত জীবন হল পরকালের জীবন।

এ জগতের আনন্দ পরকালে মু'মিন যে আনন্দ লাভ করবে তার এক ঝলক মাত্র।

তাই প্রত্যেক মু'মিনের ঐ স্থায়ী আনন্দ অন্বেষণ করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, ঐ মান তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে যখন সর্বদা-প্রতিটি মুহূর্তে তোমাদের সামনে ***"রাব্বুনাল্লাহ"*** কথাটি থাকবে অর্থাৎ আল্লাহ্ আমাদের প্রভূ। খোদা তা'লার তত্ত্বজ্ঞান এবং খোদার পরিচয় এবং তাঁকে পরিবেষ্টন করে থাকা এবং তাঁর দিকে ফিরে যাওয়া তখনি সম্ভব হবে যখন সর্বদা এ কথাটি মনে রাখবে। যখন এ কথার প্রকৃত জ্ঞান লাভ হবে তখন খোদার তত্ত্বজ্ঞানও লাভ হবে। আর যখন অবস্থা এমন হবে তখন জগতের আনন্দ লাভ করা কারো উদ্দেশ্য থাকে না বরং খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভ করাই তার উদ্দেশ্য হয়ে যায়। জাগতিক হা-হুতাশ, চিঁৎকার-চেঁচামেচি, মদ্যপান লাফালাফি উদ্দেশ্য থাকে না। আনন্দের নামে বাজে কাজ এবং বৃথা কার্যকলাপ উদ্দেশ্য থাকে না। রঙিন আলোকসজ্জা করে নাচ-গান করা তার উদ্দেশ্য থাকে না বরং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন এবং এর জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা তার মূল উদ্দেশ্য হয়। ঐ উদ্দেশ্য লাভের জন্য প্রত্যেক মু'মিন রমযান মাস জুড়ে সাধানা করে এবং তা লাভের উদ্দেশ্যে উনত্রিশ বা ত্রিশ দিন রোযা রাখে। প্রত্যেক বৈধ কর্ম থেকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নিজেকে বিরত রাখে। তাহাজ্জুদ

এবং অন্যান্য নফলসমূহ এবং যিকরে এলাহীর (খোদা তা'লাকে স্মরণের) দিকে মনোযোগ রাখে এবং খোদার পথে খরচ করার প্রতি মনোযোগ থাকে। সদকা-খয়রাতের দিকে মনোযোগ থাকে। ইবাদতে একাগ্রতা প্রদানের চেষ্টা করে।

মসজিদে এসে বাজামাত নামায আদায় করার প্রতি এতটাই মনোযোগ রাখে যে স্থান সঙ্কুলানে মসজিদ সংকীর্ণ হয়ে যায়। সকল গুণসমৃদ্ধ মহান সত্ত্বা খোদা তা'লার গুণাবলী সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করে। সর্বদা প্রচেষ্টা চালায় যে, এ সকল মনোযোগের সমষ্টির মাধ্যমে কীভাবে খোদা তা'লার রঙে রঙিন হওয়া যায়। প্রত্যেকে যখন এ প্রচেষ্টায় রত ছিল তখন দুর্বল থেকে দুর্বলতর লোকেরাও এ দিকে মনোযোগী হয়েছে। এ প্রচেষ্টাই থেকেছে অথবা এ মনোবাসনা প্রকট হয়েছে যে, খোদা তা'লার গুণগুলো ধারণ করার আদেশের ওপর কীভাবে আমল করা যায়? এরপর এ দিকে মনোযোগ আকর্ষিত হয়েছে এবং এর জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা হয়েছে এবং এ দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে যে, যদি এর কল্যাণ অন্যদের মাঝে পৌঁছে দেয়া না যায় তবে এ গুণগুলো ধারণ করার মাঝে কী উপকার সাধিত হবে?

অতএব এর দ্বারা বান্দার অধিকার আদায়ের নতুন নতুন পথ উম্মোচিত করার দিকেও পথনির্দেশ লাভ হয়েছে। এ চিন্তা অনেকের মাঝে আছে যে, খোদা তা'লার একটি গুন হল রবুবিয়্যাত (অর্থাৎ প্রতিপালন করা) এবং আমরা এ গুণে কীভাবে গুনান্বিত হতে পারি? তখন মনে হল, নিজ সন্তানদের খোঁজখবর নেয়া এবং লালন-পালন ছাড়া এতিমদের খোঁজ-খবর নেয়ার দিকেও মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। এটিও কুরআন করীমে খোদা তা'লার গুরুত্বপূর্ণ আদেশাবলীর মাঝে একটি আদেশ। যদি আমরা আল্লাহ্ তা'লার রহমানিয়্যাতের স্বীকারকারী হই, এবং তার প্রতিপালন আশা করি এবং তা লাভ করি আর সামনে অগ্রসর হই তখন এ চেষ্টা থাকে যে, রমযান মাসে নি:স্বার্থভাবে অপরের কল্যাণেও কিছু করা প্রয়োজন।

আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির প্রতি দয়ার আচরণ করার প্রতি মনোযোগ দেয়া উচিত। খোদা তা'লার অনুগ্রহের প্রতি যদি দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় তবে রোযা এবং আধ্যাত্মিক পরিবেশের কারনে মনে হবে যে, আমারও অন্যদের প্রতি অনুগ্রহ করা প্রয়োজন। ন্যায় পরায়নতার চেয়ে অগ্রসর হয়ে অনুগ্রহের দিকে ধাবমান হওয়া প্রয়োজন যেন আল্লাহ্ তা'লার কল্যানসমূহের উত্তরাধিকারী হতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা যদি স্বাচ্ছ্যন্দ দিয়ে থাকেন তবে রমযানে রোযার কারনে এ দিকেও মনোযোগ আকর্ষিত হবে যে, এমন বহু লোক আছে যারা হয়তো ভাল ইফতার পায় না তাদেরকে কিছু উপঢৌকন প্রেরণ করি যা তাদের খাবারের কাজে আসবে (অর্থাৎ খেতে পারবে)। এক দিকে ইফতারি করানোর পুন্য লাভ হলো আর অন্য দিকে বিশেষভাবে দরিদ্র দেশগুলোতে গরিবের প্রয়োজন পূর্ণ হলো। এখন সবকিছুর মুল্য চড়া, তাই খাবারেও সাহায্য হবে এবং 'গরিবের খোঁজ-খবর নাও' খোদা তা'লার এ আদেশও পালন হয়ে যাবে।

পাকিস্তানের কেউ একজন আমাকে বলেছে, আমি রমযানের চৌদ্দতম দিনে অথবা পনেরতম দিনে একজনকে কিছু খেজুর পাঠিয়েছি। (পাকিস্তানে এখন দ্রব্যমুল্য অনেক বেড়ে গেছে) তাকে খেজুর পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল ইফতার করানোর নেকী যেন লাভ হয় অর্থাৎ কাউকে ইফতার করাচ্ছি। কিন্তু যাকে খেজুর পাঠানো হয়েছে, সে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে গিয়ে লিখেছে, 'আজ পনের রোযা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এবং আমরা পরিবারের সকলে নিয়মিত রোযা রাখছি। আজ আপনার পক্ষ থেকে খেজুর পেয়েছি এবং আমরা এ রমযানে আজই প্রথম খেজুর খেলাম। বাচ্চারা আজ খুব আনন্দের সাথে ইফতার করেছে। দেখুন! এমন লোকও আছে।

তাই রমযান যখন পুণ্যের আবহের কারণে খোদা তা'লার কৃপা এবং দয়ার দিকে মনোযোগ সৃষ্টি করেছে সেক্ষেত্রে গরিবদের প্রতিও মনোযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাই আমাদের ঈদ তখন-ই প্রকৃত ঈদ হবে, আমাদের রোযা এবং রমযান তখন-ই চিরস্থায়ী কল্যাণ হিসেবে প্রবহমান থাকবে যখন আমাদের মাঝে স্বচ্ছল ব্যক্তিরা অথবা ঐ সকল লোক যারা এসব দেশে স্বাচ্ছ্যন্দে আছেন তারা নিজ গরিব ভাইদের প্রতি খেয়াল রাখবেন কেননা এখানে খোদা তা'লার কৃপায় খাবার-দাবারের অভাব নেই। ঐ নেকীসমূহ কেবল রমযান পর্যন্ত সীমাবদ্ধ মনে করবে না বরং স্থায়ী কর্ম হিসেবে তা বহমান রাখার চেষ্টা করবে।

খোদা তা'লার কৃপা এবং এহসানসমূহ স্মরণ করে পরবর্তীতেও তা মনে রাখবে। নিজের সম্পদ, নিজের স্বচ্ছলতার সঠিক ব্যবহার করে গরীবদের প্রতিও মনোযোগী হবে। জাগতিক লোকদের ন্যায় কেবল নিজের খুশি লাভের উদ্দেশ্যে চিঁৎকার চেঁচামেচিঁ এবং মদ্যপানে জীবন অতিবাহিত করবে না। যদি আমরা এ রমযানের কল্যানকে নিজেদের মাঝে জারি রাখতে চাই তবে আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা অর্জন করতে হবে। নিজের অর্থ-সম্পদ এমন ভাবে বইয়ে দেয়া যাবে না, যেভাবে জাগতিক লোকেরা বইয়ে দেয়। যার কিছু দৃশ্য আমরা বাহ্যিক চাকচিক্য হিসেবে দেখেছি। বরং এক প্রকৃত মু'মিন হয়ে রোযা রাখাকালে পিপাসা এবং ক্ষুধার যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা অতিক্রম করেছি, (এমনিতে আমরা ক্ষুধার পর পিপাসা বলে থাকি) পিপাসাকে আমি এ কারনে প্রথমে রেখেছি কেননা গরমের সময় ক্ষুধার তুলনায় পিপাসা বেশি লাগে, এই অনুভূতিকে সর্বদা প্রতিষ্ঠিত রাখতে হবে। নিজ ইবাদতের মাঝে পুণ্যকর্মগুলোও বহমান রাখতে হবে এবং নিজ অন্যান্য নেকীসমূহও বেগবান রাখতে হবে যেন সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভকারী হয়ে থাকা যায়। এক মু'মিন যখন ***"রাব্বুনাল্লাহ্"*** বলে ঘোষণা দেয় তখন খোদা তা'লার আদেশাবলীই তার সবকিছু হয়ে যায় এবং হওয়া উচিতও বটে। কেননা এটি ব্যতিরেকে ঈমান পূর্ণতা লাভ করে না। আল্লাহ্ তা'লা "রাব্বুনাল্লাহ্" বলার আদেশ দেবার পর অপর আদেশটি দিয়েছেন ***"সুম্মাসতাক্বামূ"***। মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হলো,- এটি তার জন্য জাগতিক কোন ঘোষণা নয় বরং সে এটির ওপর সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকে।

তাই রোযার ব্যপারে যখন আমরা কথা বলি, রোযার নেকীসমূহ তখনি প্রকৃত ফলপ্রসু হবে যখন দৃঢ় পদক্ষেপে তা অবিরত রাখবে। কেবল মুখে দাবি করবে না বরং কৃতকর্মেও তা অবিরত থাকার বিষয়টি প্রকাশ ঘটাবে। তাই ঈদের দিনকে যদি প্রকৃত ঈদ বানাতে হয় তবে এটি অঙ্গীকার করুন যে আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলীকে পরবর্তীতেও অবিচলতার সাথে পালন করবো-ইনশাআল্লাহ্। ***"আতিউল্লাহ্-র"*** উপমা তখনি পরিপূর্ণতা লাভ করবে যখন খোদা তা'লার

আমাদের ঈদ জাগতিক লোকদের ঈদ নয়, আমাদের ঈদ আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের ঈদ, যা জগতে খোদা তা'লার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে লাভ হয়। তাই এর জন্য কুরবানী করার প্রয়োজন রয়েছে আর ঐ সকল কুরবানীর ফলশ্রুতিতে এ জগতে এবং পরকালেও জান্নাতের সুসংবাদ লাভ হচ্ছে আর ঈদের সুসংবাদও লাভ হচ্ছে।

আদেশাবলীর পরিপূর্ণ আমল করার চেষ্টা করা হবে আর এক মু'মিনের জন্য এটিই প্রকৃত ঈদ যেন সে আল্লাহ্ তা'লার আনুগত্যের সৌভাগ্য লাভ করে। আমি পূর্বেও বলেছি, এখন আমাদের ইবাদতের দিকে মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। কেননা, এটি আল্লাহ্ তা'লার স্থায়ী আদেশ যা কেবল রমযানের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। এতিমের লালন-পালনের প্রতি মনোযোগ দেয়ার আদেশ স্থায়ী আদেশ এটিও কেবল রমযানের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। মিসকিনদেরকে খাবার খাওয়ানোর আদেশ স্থায়ী আদেশ সেটিও কেবল মাত্র রমযানের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এবং কেবল রমযানের খেজুর আর ইফতারের সাথে সম্পৃক্ত নয়।

তাই প্রত্যেক সামর্থ্যবান আহমদীকে ব্যক্তিগতভাবে নিজ কুরবানীর প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন এবং জামাতী ভাবে যেসকল সাহায্য প্রকল্প আছে সেখানে অংশগ্রহণ করা আবশ্যক যেন প্রকৃত আনন্দ লাভ হয় এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভ হয়। ঐ সকল দোয়া যা গরীবদের দ্বারা পাওয়া যায় সেই দোয়াই প্রকৃত আনন্দের কারন হয়। তাই আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, মানুষ যখন বারবার খোদা তা'লার কাছে তাঁর গুনের বহির্প্রকাশ দেখতে চায়, বার বার তার করুনা এবং কল্যাণ আশা করে সেক্ষেত্রে স্থায়ী ভাবে নিজেকেও ঐ আদেশাবলীর ওপর চলার এবং তার আনুগত্য করা প্রয়োজন। যখন অবস্থা এমন হয় তখন ফিরিশতাও পদে পদে এমন লোকদেরকে সাহায্য করে। খোদা তা'লার সাহায্য সহযোগীতার ঐ সকল অলৌকিক নিদর্শন তখন প্রকাশিত হয় যাতে মানুষ হতভম্ব হয়ে যায়। অতঃপর জান্নাতের সুসংবাদ লাভ হয়।

আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে ঘোষণা দেয়া হয়: হে আমার বান্দাগণ! চাও তোমাদের কি চাওয়ার আছে। তোমরা যেহেতু খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভ করতে চাও তাই তোমরা ঐ সকল কিছু লাভ করবে, ***"মা তাশতাহ্-ই আনফুসুকুম"*** অর্থাৎ তোমাদের হৃদয় যা আকাঙ্খা করে। আর এটিই এক প্রকৃত মু'মিনের ঈদ হয়ে থাকে আর হওয়াও উচিৎ।

অর্থাৎ খোদা তা'লার সন্তুষ্টির পর খোদা তা'লার পুরস্কারসমূহ লাভ করবে আর সবচেয়ে বড় পুরস্কার হল খোদা তা'লার অনুগ্রহ লাভ এবং তাঁর ক্ষমার আচরণ। বলা হয়েছে, ***"নুযুলাম মিন গাফুরুর রাহিম"***। অশেষ ক্ষমাশীল খোদা এবং বার বার কৃপাকারী খোদার পক্ষ থেকে এটি মেহমানদারী স্বরূপ, অর্থাৎ যদি আল্লাহ্ তা'লাকে নিজ প্রভূ বানিয়ে থাকো, তার সন্তুষ্টি যদি স্থায়ী ভাবে লাভ করার চেষ্টা করতে থাকো, তার আদেশাবলীর ওপর যদি আমল করতে থাকো এবং পুণ্যকর্ম অব্যাহত রাখো তাহলে কেবল তোমাদের সকল দুঃখ দূর হবে তা-ই নয় বরং দুনিয়া এবং আখেরাতের জান্নাত তোমরা লাভ করবে যা নিশ্চিত সকল ঈদের তুলনায় উত্তম ঈদ। তোমাদের আকাঙ্খাসমূহ পূর্ণতা লাভ করবে এবং এটি মেহমানদারিস্বরূপ আর এটি তোমাদের জন্য খোদা তা'লার পক্ষ থেকে ঈদের দাওয়াতও বটে। নুযুল এর অর্থ খাবার, দাওয়াত এবং মেহমানদারিও (তিন অর্থেই নুযুল শব্দ ব্যবহার হয়)।

অতএব আমাদের মাঝে তারাই সৌভাগ্যবান যারা জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক জান্নাত অর্জন করবে এবং আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে ঈদের দাওয়াত পেয়ে সৌভাগ্যমন্ডিত হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে এমন ঈদ দান করুন।

এখন আমি পাকিস্তানি আহমদীদের উদ্দেশ্যে অথবা যে সকল দেশে আহমদীদের ওপর কঠোরতা আরোপ করা হচ্ছে তাদের ব্যপারে কিছু বলতে চাচ্ছি। ঐ সকল কঠোরতার ফলে বিশেষভাবে পাকিস্তানে এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশে এমনকি মধ্যপ্রাচ্যে আহমদীরা এক জায়গায় একত্রিত হয়ে ঈদের নামায পড়তে পারে না অথবা সহজে পড়া সম্ভব নয়। পাকিস্তানে তো একেবারেই সম্ভব নয়। সেখানের সমস্যা অনেক বেশি। বিশেষ করে মহিলা এবং শিশুদের সেখানে ঘরে আবদ্ধ হয়ে থাকতে হয়।

আমার কাছে অধিকহারে এমন পত্র আসে, পত্রের মাঝে খুবই দুশ্চিন্তা এবং নিরুপায় হওয়ার বিষয়টির প্রকাশ করা হয়, এবং তাদের বঞ্চিত থাকার বিষয়ে লেখা হয়। তারা লেখেন আমরা এ নেকী থেকে বঞ্চিত রয়েছি। পুরুষরা তো ছোট ছোট কেন্দ্র বানিয়ে ঈদের নামায পড়তে আসতে পারে। মহিলা এবং শিশুরা ঈদগাহ এবং মসজিদ পর্যন্ত যেতে পারে না। যারা স্বাধীন ভাবে জীবনযাপন করছেন, আপনারা তাদের জন্য দোয়া করুন, যেন

আল্লাহ্ তা'লা এ কঠিন দিনগুলো অতি শিঘ্র সহজ করে দেন এবং তারাও যেন ধৈর্য্য এবং অবিচলতা দেখাতে পারেন। এ সকল কঠোরতা সহ্যকারীদের জন্যও জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লা এ জগতেও তাদের অবিভাবক- এটি তাদের সাথে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ্ তা'লার সাথে তাদের এমনই সম্পর্ক রয়েছে কেননা তিনি এত কঠোরতা সত্ত্বেও, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যারা আছে নামসর্বস্ব মৌলভী, যাদের প্রত্যেকটি কর্ম অসৎ নিয়্যতে এবং অত্যাচার করার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, তাদের অনেক ক্ষতি থেকে আল্লাহ্ সুরক্ষিত রেখেছেন। অন্যথায় শত্রুর ষড়যন্ত্র না জানি কত ভয়ংকর, যদি না আল্লাহ্ তা'লা আমাদের অভিভাবক না হতেন। আল্লাহ্ তা'লা-ই সুরক্ষিত রেখেছেন এবং সর্বদা সুরক্ষিত রাখুন (আমীন)। আপনারা আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতিসমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখবেন। আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, আমাদের ঈদ জাগতিক লোকদের ঈদ নয়, আমাদের ঈদ আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের ঈদ, যা জগতে খোদা তা'লার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে লাভ হয়। তাই এর জন্য কুরবানী করার প্রয়োজন রয়েছে আর ঐ সকল কুরবানীর ফলশ্রুতিতে এ জগতে এবং পরকালেও জান্নাতের সুসংবাদ লাভ হচ্ছে আর ঈদের সুসংবাদও লাভ হচ্ছে।

আল্লাহ্ করুন, যারা সমস্যায় নিপতিত তারা যেন অবিচলতা দেখাতে পারেন এবং ঐ সকল কঠোরতার সময় অতিক্রম করে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভকারী হতে পারেন আর এ জগতে এবং পরকালে আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত মেহমানদারী ভোগ করতে পারেন। এ দোয়াও করুন যে, হে আল্লাহ্! আমরা তোমার কাছে এটিও ভিক্ষা চাই যে, এ জগতেও আমাদেরকে ঈদের সেই ঝলক দেখাও যা আমাদের জন্য প্রকৃত ঈদের রঙ বহন করে। আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার শুকরিয়া জ্ঞাপন এভাবেও করার সৌভাগ্য দিন যে, আমরা আমাদের সকল শত্রু যাদের সংশোধন তকদিরে নেই তাদেরকে যেন অসফল এবং ক্ষতিগ্রস্থ হতে দেখতে পাই। তাদেরকে এমন শিক্ষনীয় নিদর্শন বানিয়ে দেখাও, যা সাধারণদের জন্য সংশোধনের কারন হয় যেন ইসলাম এবং আহমদীয়াতকে আমরা সমস্ত জগতে বিজয়ী অবস্থায় দেখে এ জগতের ঈদ প্রত্যক্ষ করতে পারি এবং সেই ঈদ উদযাপন করতে পারি। আল্লাহ্ করুন, এ দৃশ্য যেন আমরা আমাদের জীবদ্দশায় দেখতে সক্ষম হই।

এখন আমরা দোয়া করব কিন্তু তার পূর্বে আপনাদেরকে, পৃথিবীর সকল জামা'তকে, ঐ সকল অত্যাচারিতদেরকেও যারা ভালভাবে ঈদ পালন করতে পারে নি, সকলকে ঈদ মুবারক জানাচ্ছি। এ ঈদ খোদা তা'লার অগনিত বরকত নিয়ে আগমন করুক। আমাদের প্রতি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর অনুগ্রহ সবচেয়ে বেশি। তাঁর বংশধরের জন্যও দোয়া করবেন। এ যুগে আমাদের প্রতি মসীহ মাওউদ (আ.)-এর অনুগ্রহ রয়েছে। অতএব তার বংশধরের জন্য দোয়া করবেন যেন তারা সঠিক এবং পুণ্যের পথে চলতে থাকে। আন্তর্জাতিক ইসলাম, বর্তমানে খুব বিপদের মাঝে আছে। এ জন্যও দোয়া করবেন যেন আল্লাহ্ তা'লা ইসলামী নেতাদেরকে বুদ্ধি দান করেন এবং শত্রুদের থেকে যেন তাদেরকে সুরক্ষিত রাখেন।

বিশেষভাবে জামা'তের উন্নতির জন্য দোয়া করুন, ওয়াকেফিনে জীন্দেগীদের জন্য দোয়া করুন, ওয়াকফে নওদের জন্য দোয়া করবেন তারা যেন তাদের ওয়াকফ পালন করতে পারেন আর এরা সংখ্যায় হাজার হাজার অর্থাৎ পঞ্চাশ হাজারের কাছাকাছি ওয়াকফে নও আছে। তাদেরকে যেন সামলানো যায়। এরা যেন নষ্ট না হয়ে যায়। অসুস্থ্যদের জন্য দোয়া করবেন, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে যেন আরোগ্য দান করেন। খোদার রাস্তায় বন্দীদের জন্য দোয়া করুন যেন তাদের বন্দী জীবন দ্রুত শেষ হয়ে যায়।

আর্থিক কুরবানীকারীদের জন্যও দোয়া করবেন, আল্লাহ্ যেন তাদের সম্পদে-সন্তানে অশেষ বরকত দান করেন। মানুষ যে ধরনের দোয়ারই মুখাপেক্ষী তাদের সকলের জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন। অত:পর খুতবা সানিয়ার পর হুযূর (আই.) দোয়া করান।

অনুবাদ: *মওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান*
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ

প্রকাশিত হয়েছে

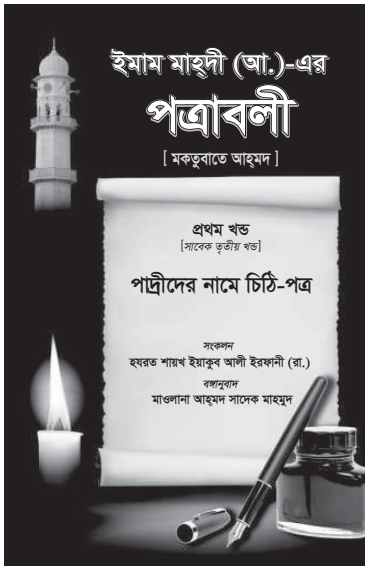

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বিভিন্ন স্তরের লোকদের কাছে যেসব পত্রাবলী প্রেরণ করেছেন তার প্রথম খন্ডের দ্বিতীয় অধ্যায় ও দ্বিতীয় খন্ডের প্রথম অধ্যায় বাংলা অনুবাদ **"ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর পত্রাবলী"** নামে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

বঙ্গানুবাদ করেছেন **মাওলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ**।

বই দু'টির মূল্য যথাক্রমে ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) এবং ৭৫/- (পচাত্তর টাকা)।

বই দু'টি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।